দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 MAY 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

এবছর স্কুল ও মাদ্রাসার ৮ লাখ ছাত্রী বৃত্তি পাবে

শিক্ষা বিস্তারে সবাই এগিয়ে আসুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ব্যাপক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দেশকে শীঘ্রই স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে শিক্ষাবিস্তারে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহবান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসুন, শিক্ষাবিস্তারে আমরা একসঙ্গে কাজ করি। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে, আসুন, শিক্ষাকে আমরা হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগাই। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুদিনব্যাপী আয়োজিত "মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার ভূমিকা", শীর্ষক এক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনকালে একথা বলেন। খবর বাসস'র।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ আবদুল মঈন খান, শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ইউনুস খান, শিক্ষাসচিব ইরশাদুল হক এবং অতিরিক্ত শিক্ষাসচিব বেগম খোদেজা আজম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার মান উন্নয়ন, অপচয় রোধ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেন, বিগত ৩ বছরে অতীতের ধারা আমরা পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছি। অপরদিকে শিক্ষা উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী ইতিবাচক ফল দিতে শুরু করেছে।

জনগণকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, জনগণের উন্নয়ন অথবা মানবসম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং ব্যাপক জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে দারিদ্র্যের বিস্তার কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী সফল করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বিস্তারে সবাই এগিয়ে আসুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জীবনকে সচল রাখা—যা মনকে অনুসন্ধিৎসু এবং হৃদয়কে পরিষ্কার রাখে। শিক্ষা সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য একজনের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের সমতা রক্ষা করে।

শিক্ষা জাতিগঠন তৎপরতায় আমাদের মন এবং চিন্তাকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই জন্য তার সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলক এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী; তাই মেয়েদের মাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, মাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা না গেলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা খুব কষ্টসাধ্য হবে। যে কারণে দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে এবং সরকার সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসার ৮ লাখ ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীবৃদ্ধি পরবর্তী কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাববিস্তারে সাহায্য করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল স্তরকে স্পর্শ করা। শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যা স্বেচ্ছায় সবাই গ্রহণ করবে এবং চিন্তা ও কাজে গতিশীলতা আনবে।